রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ২৮, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৩ চৈত্র ১৪২৮/ ২৭ মার্চ ২০২২

নং **০৩.১৪.২৬৯২.৮৭৭.২৪.০৬৭.২০২১-১৮৮**—দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের ক্রমবর্ধিত চাহিদা, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার সাথে অভিযোজনের লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন, সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়ের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলমান প্রতিষ্ঠানের অসাধারণ উত্তম চর্চা ছড়িয়ে দিতে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' উত্তম চর্চার রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে। আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির স্থানীয়করণ, স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তাপূর্বক দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে দেশে জ্ঞানভান্ডার গড়ে তুলতে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগীতামূলক দক্ষতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক সমাজ ও উত্তম চর্চার অন্যতম স্থান হিসেবে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স কাজ করবে। এ প্রেক্ষিতে, দ্রুত বর্ধনশীল ও পরিবর্তনশীল শিল্পখাতগুলোর জন্য শ্রেষ্ঠমানের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও দক্ষতা সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি প্রদান করে উত্তম চর্চা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০২০ এর ধারা ১৬ এর (৭) অনুযায়ী "স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি গাইডলাইন ২০২২" জারী করা হলো।

০২। জনস্বার্থে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই গাইডলাইন জারি করা হলো। এই গাইডলাইন অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দুলাল কৃষ্ণ সাহা
নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব)
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

মূল্য : টাকা ২০.০০

স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি গাইডলাইন ২০২২

১. ভূমিকা

১.১ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের ক্রমবর্ধিত চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ জনবল প্রস্তুতকরণ, দক্ষ জনবলের মান উন্নয়ন ও দক্ষ প্রশিক্ষক প্রস্তুতকরণ একান্ত প্রয়োজন। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার সাথে অভিযোজনের লক্ষ্যে কর্মক্ষম জনগণের দক্ষতা উন্নয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন, সংস্কার, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়ের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা একান্ত জরুরি। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদার অসামঞ্জস্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের শিল্প সংযোগের বিকল্প নেই। এই পরিস্থিতিতে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' দক্ষ জনবল (প্রশিক্ষক ও কর্মী) প্রস্তুতকরণ, গবেষণা ও উদ্ভাবন; এবং এ্যাকাডেমিয়া ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংযোগ বৃদ্ধিতে যুগোপযোগী উদ্যোগ। দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিধিমালা ২০২০ এর বিধি ১৬(নিবন্ধন) এর উপবিধি ৭ অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) কর্তৃপক্ষ দ্রুত বর্ধনশীল ও পরিবর্তনশীল শিল্পখাতগুলোর জন্য 'অসাধারণ মানের দক্ষতা কেন্দ্র' (স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স) স্বীকৃতি প্রদান করতে পারবে।

১.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সমন্বয় রেখে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা দরকার। তবে বাস্তবে নতুন প্রযুক্তি ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো দক্ষ প্রশিক্ষক এবং কর্মীর ঘাটতি শ্রমের চাহিদা-যোগান এর অসামাঞ্জস্য বৃদ্ধি করছে। ফলে প্রশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা একদিকে যেমন বাড়ছে, অপর দিকে, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যোগ্য ও দক্ষ কর্মীর অভাবে বিদেশ থেকে কর্মী নিয়োগ করছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি যোগ হচ্ছে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে আমূল পরিবর্তন ঘটছে মানুষের জীবনযাপনে। অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যেতে না পারলে এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। কাজেই নতুন প্রযুক্তি, যেমন: আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেনস, বিগ ডাটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, নিউ ম্যাটেরিয়াল, থ্রিডি প্রিন্টিং, সিন্থেটিক বায়োলজি প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা, প্রশিক্ষণ প্রদানের বিকল্প কিছু নেই। নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে যে সব প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের উত্তম চর্চা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে চাহিদার ঘাটতি মিটানো সম্ভব হবে। গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্ভাবন, যোগ্য প্রশিক্ষক ও শ্রমশক্তি প্রস্তুতকরণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্প সংযোগ বৃদ্ধিতে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' উত্তম চর্চার রোল মডেল হিসেবে কাজ করবে।

১.৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৪ অনুযায়ী চাকুরি ও শোভন কর্মে সুযোগ লাভ এবং উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দক্ষতাসম্পন্ন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানোর (লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪) ক্ষেত্রে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' অবদান রাখবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৮ অনুযায়ী সকলের জন্য পূর্ণাংগ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের আওতায় উচ্চমূল্য সংযোজনী ও শ্রমঘন খাতগুলোতে বিশেষ গুরুত্বপ্রদানসহ বহুমুখিতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান অর্জনে (লক্ষ্যমাত্রা ৮.২) 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' ভূমিকা রাখবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯ অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় প্রযুক্তির বিকাশ, গবেষণা ও উদ্ভাবনে সহায়তা দান করার ক্ষেত্রে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

১.৪ ২০৪১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র প্রায় সর্বাংশে দূরীকরণসহ উচ্চ আয়ের মর্যাদা অর্জনের জন্য প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন অভীষ্ট সামনে রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচির সাথে 'একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা' এবং 'কর্মভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে আগ্রহীদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা' অন্যতম। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর কৌশলগত লক্ষ্য ও মাইলফলক মোতাবেক দক্ষতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশকে জ্ঞানভান্ডার হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দিনে দিনে দক্ষতা নির্ভর কর্মসংস্থানের গুরুত্ব বাড়ছে। প্রবাসী কর্মীদের গন্তব্য দেশসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স'এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশিক্ষক তৈরি করা সহজ হবে। ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগীতামূলক দক্ষতা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক সমাজ ও উত্তম চর্চার অন্যতম স্থান হিসেবে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' কাজ করবে।

এমতাবস্থায়, দেশের শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নে উপরিউক্ত অভীষ্টসমূহ অর্জনের প্রয়াসে এ গাইডলাইনটি প্রণয়ন করা হলো।

২. পরিধি

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ইত্যাদি যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি গাইডলাইন ২০২২' প্রযোজ্য হবে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ প্রশিক্ষক ও শ্রমশক্তি নিশ্চিত করা;

খ. গবেষণা ও কারিগরি উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন পণ্য, কর্ম পদ্ধতি ও সেবার উন্নয়ন করা- যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

গ. নতুন প্রযুক্তি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা।

ঘ. শিল্প ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

ঙ. গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা খাতসমূহে দেশ-বিদেশের দক্ষ প্রশিক্ষক, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও শিল্পের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চ. সংশ্লিষ্ট খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়তা করা।

ছ. নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে পরামর্শকের ভূমিকা পালন করা।

জ. উদ্যোক্তা বিকাশে সহায়তা করা।

ঝ. টেস্ট, ক্যালিব্রেশন এবং অন্যান্য প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা।

ঞ. সরঞ্জাম তৈরি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা।

ট. সংশ্লিষ্ট খাতে আইটি বাস্তবায়নের মডেল প্রদর্শন ও তৈরি করা।

ঠ. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কৌশল প্রণয়নে ভূমিকা রাখা।

৪. সংজ্ঞা

বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থি কিছু না থাকলে এই গাইড লাইনে

ক. ''আইন'' অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৫ নং আইন);

খ. ''কর্তৃপক্ষ'' অর্থ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ আইনের ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ;

গ. ''নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান'' অর্থ আইনের ধারা ১৬ (১) এর অধীন নিবন্ধিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান;

ঘ. ''দক্ষতা'' অর্থ কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য অর্জিত জ্ঞান ও কৌশল বা শিল্প ও বৃত্তির আদর্শমান অনুযায়ী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক পণ্য ও সেবা উৎপাদনের সক্ষমতা ও সামর্থ্যও অন্তর্ভুক্ত হবে;

ঙ. ''নির্ধারণ কমিটি'' অর্থ নির্ধারিত কর্মচারী ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি' নির্ধারণের লক্ষ্যে আবেদন যাচাই বাছাই ও প্রতিষ্ঠানটি মূল্যায়ন ও প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি;

চ. ''ফি'' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেন্টার অব এক্সিলেন্স বিষয়ে ধার্যকৃত ও আদায়যোগ্য অর্থ;

ছ. ''প্রশিক্ষণ'' অর্থ নির্দেশনা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন;

জ. ''প্রশিক্ষণার্থী'' অর্থ স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্সে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি;

ঝ. ''প্রশিক্ষক'' অর্থ একজন সনদায়িত পেশাদার ব্যক্তি যার একটি নির্দিষ্ট পেশার বাস্তব অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং যিনি অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষণার্থী বা প্রশিক্ষণার্থী দলকে উক্ত পেশা সম্পাদনে সক্ষমতা তৈরিতে পারদর্শী;

ঞ. ''বিজনেস প্ল্যান'' অর্থ স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা (Action Plan), ব্যয় পরিকল্পনা (Financial Plan) ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি।

ট. ''এ্যাকাডেমিয়া'' অর্থ অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, গবেষক, সংশ্লিষ্ট খাতে স্বনামধন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান;

ঠ. ''উদ্যোক্তা সেল'' অর্থ স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্সে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা খাতে উদ্যোক্তাদের কারিগরি সহায়তা ও বিকাশের লক্ষ্যে গঠিত সেল;

ড. ''মূল্যায়ন কমিটি'' অর্থ স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে আবেদিত প্রতিষ্ঠান এর যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি।

ঢ. "পরিদর্শন টিম" অর্থ নির্ধারণ ও মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠিত টিম (সমূহ)।

ঞ. "স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স" অর্থ এই গাইডলাইনের অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের অংশবিশেষ, যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত গবেষণা, উত্তম চর্চা, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিল্প সংযোগ (ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া-নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে সংযোগ), দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তির স্থানীয়করণ, দক্ষতার মান উন্নয়ন ও গবেষণাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান নিশ্চিতসহ দক্ষতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫. কার্যাবলী

ক. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ ও অভিযোজন করে দক্ষতা উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট খাতে উন্নত মানের স্তর ও বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও এনএসডিএ কর্তৃক প্রদত্ত অভিন্ন সনদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. দক্ষতা উন্নয়নে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

গ. দক্ষতা সংশ্লিষ্ট খাতে গবেষণা পরিচালনা করা, গবেষণালব্ধ ফলাফলের 'প্যাটেন্ট' তৈরির মাধ্যমে সেগুলোকে 'টেকসই ব্যবসায় সমাধান/প্রস্তাব'-এ রুপান্তর করা, গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার, প্রয়োগে সহযোগিতা/পরামর্শ প্রদান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ করা।

ঘ. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স -এর কারিগরি ও ডিজিটাল কর্মদক্ষতা যুগোপযোগী করা।

ঙ. সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী বিভিন্ন প্রস্তাবকে নিজ প্রতিষ্ঠানে কার্যকর করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা।

চ. বিভিন্ন বাণিজ্য সংগঠন, চেম্বার অব কমার্স, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিল্প দক্ষতা পরিষদসহ শিল্প সংঘের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ইন্সটিটিউটের নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং যৌথভাবে গবেষণা পরিচালনা করা।

ছ. সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মনিটরিং-এ সহায়তার জন্য নিকটবর্তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক তৈরি করা।

জ. 'উদ্যোক্তা সেল' প্রতিষ্ঠা করা।

ঝ. নবীন-উদ্যোক্তাদের তাঁদের উদ্ভাবন প্রকল্পে কারিগরি সহায়তা করা।

ঞ. কর্মশালা, সেমিনার ও কনফারেন্সের আয়োজন করা।

ট. গবেষণা ও কারিগরি উদ্ভাবনের প্রকাশনা করা।

ঠ. গবেষণা, পরিসংখ্যানগত এবং ডাটা পরিষেবা প্রদান করা।

ড. বিদ্যমান শিল্পের আধুনিকায়নের জন্য কম খরচে অটোমেশন এবং অন্যান্য শিল্প পরামর্শক প্রকল্প গ্রহণ করা।

ঢ. উদ্যোক্তা উন্নয়ন/বিকাশে সহায়তা করার জন্য সম্ভাবনাময় শিশু শিল্পের বিকাশে সহায়তা করা।

ণ. সরঞ্জাম তৈরি, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করা।

প. সংশ্লিষ্ট খাতে আইটি বাস্তবায়নের মডেল প্রদর্শন ও তৈরি করা।

৬. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স ব্যবস্থাপনা

ক. ভিশন

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভিশনের সাথে সমন্বয় রেখে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স তার ভিশন ও মিশন নির্ধারণ করবে।

খ. বিজনেস প্ল্যান

আগামী ০৩ (তিন) বছরের জন্য তার একটি বিজনেস প্ল্যান থাকবে। এই প্ল্যানে কর্মকৃতি নির্দেশক (Key Performance Indicator-KPI) এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, নির্বাচিত খাত (প্রযুক্তি, ব্যবসায় ধারণা, দক্ষতা ইত্যাদি), কাজের ক্ষেত্র, প্রত্যাশিত ফলাফল, কার্যকরী কর্মপদ্ধতি, ব্যয় পরিকল্পনা, সরকারের সাথে সংযোগ ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

গ. অর্থের যোগান

দীর্ঘ মেয়াদে সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্সের নিজস্ব আয়ের যোগান ও ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা থাকতে হবে। উদাহরণস্বরুপ, রাজস্ব আয়, প্রশিক্ষণ, পরামর্শক সেবা, কর্পোরেট পার্টনারশিপ ইত্যাদি।

ঘ. কার্যকারিতা

স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান নির্ধারণের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের একটি পূর্ণাংগ ধারণাপত্র থাকতে হবে যেখানে তাদের পরিকল্পনা, কর্মী ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, বিপণন, কার্যক্রম মূল্যায়ন এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ঙ. টিম সাইজ

স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্সের ন্যূনতম পাঁচ (০৫) সদস্যের একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, যা প্রধান টিম হিসেবে গণ্য হবে। টিম প্রধানের সংশ্লিষ্ট দক্ষতা খাতে সর্বনিম্ন সাত (০৭) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চ. টিমের অভিজ্ঞতা

প্রধান টিমের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে টিমের প্রত্যেক সদস্যের সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণা ক্ষেত্রে ন্যূনতম পাঁচ (০৫) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ছ. গবেষণা তথ্য সংরক্ষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

সমঝোতা স্মারক/চুক্তি এর মাধ্যমে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স-এর সর্বনিম্ন দুই (০২) টি সরকারী/আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষণা সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব থাকতে হবে।

জ. শিল্প সংযোগ

দুই (০২) টি বৃহৎ কর্পোরেট ও পাঁচ (০৫) টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স-এর দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব/চুক্তি থাকতে হবে।

৭. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্ভাবন ও গবেষণাকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করবে। 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের একক এখতিয়ার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের।

৮. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স নির্ধারণ কমিটি

৮.১ কমিটির রূপরেখা

স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি নির্ধারণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজন সদস্যকে সভাপতি করে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি নির্ধারণ কমিটি' গঠন করতে হবে। কমিটির রূপরেখা নিম্নরূপ:

সদস্য (নিবন্ধন ও সনদায়ন), এনএসডিএ	- সভাপতি
চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট আইএসসি/প্রতিনিধি	- সদস্য
এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি	- সদস্য
সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ (২)	- সদস্য
সংশ্লিষ্ট খাতের এ্যাকাডেমিয়া	- সদস্য
অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	- সদস্য
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	- সদস্য
কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	- সদস্য
কর্তৃপক্ষের একজন উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক	- সদস্য সচিব

* সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটি যে মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত হবে সেই মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হবেন।

* কমিটির সদস্যগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৮.২ কমিটির কার্যপরিধি

ক. কমিটি আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিষ্ঠানটি মূল্যায়ন ও প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা সরেজমিনে প্রত্যক্ষপূর্বক নির্ধারিত ফরম্যাট এ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।

খ. মূল্যায়নের সময় প্রতিষ্ঠানটির প্রোফাইল, বিজনেস প্ল্যান এবং তাদের আবেদনে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদির সাথে সরেজমিনে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক কমিটি নম্বর প্রদান করবে।

গ. প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে কমিটি প্রতিষ্ঠানটিকে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে নির্ধারণ করা অথবা না করার জন্য সুপারিশসহ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে।

ঘ. কমিটি প্রয়োজনে যৌক্তিকতা প্রর্দশনপূর্বক নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

ঙ. কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষ মতামতসহ কার্যনির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

চ. 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে নির্ধারণের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদনের পর নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্তৃপক্ষ পাঁচ (০৫) বছরের জন্য 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে স্বীকৃতি এবং সনদ প্রদান করবে।

ছ. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে প্রতি পাঁচ (০৫) বছরের জন্য এই সনদ নবায়ন করা যাবে।

জ. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি নির্ধারণ কমিটি পুনর্গঠন করা যাবে।

ঝ. কমিটির কোরাম হবে ৫ (পাঁচ) সদস্য যেখানে আবশ্যিকভাবে বিশেষজ্ঞ এক (০১) জন এবং এ্যাকাডেমিয়া এক (০১) জন থাকবেন ।

ঞ. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময়ে অনুমোদিত মানদন্ড অনুসারে কমিটি প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলো পর্যালোচনা করবে।

ট. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে।

৮.৩ কমিটির কর্মপন্থা

ক. সভাপতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি নির্ধারণ কমিটি' এর সর্বোচ্চ চার (০৪) জনের সমন্বয়ে এক (০১) টি পরিদর্শন টিম গঠন করবেন।

খ. পরিদর্শন টিম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন এ কমিটির নিকট দাখিল করবে।

গ. পরিদর্শন টিমে সংশ্লিষ্ট আইএসসি, মন্ত্রণালয়, বিশেষজ্ঞ/একাডেমিয়া এবং এনএসডিএ এর এক (০১) জন করে প্রতিনিধি থাকবেন।

ঘ. কমিটি কার্যপরিধি অনুসারে সকল ডকুমেন্ট যাচাইপূর্বক মতামতসহ সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে নির্ধারণ করা অথবা না করার সুপারিশসহ বিবেচনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে।

ঙ. কমিটির কোরাম হবে পাঁচ (০৫) জন সদস্যের উপস্থিতিতে যেখানে আবশ্যিকভাবে এক (০১) জন সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ থাকবেন।

৯. 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের শর্তাবলি

নিম্নলিখিত শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থাকে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে:

ক. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

খ. সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন খাতে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ (০৫) বছর বা তদূর্ধ্ব সময় অসাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদান অভিজ্ঞতা, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড বা নতুন কোন প্রযুক্তিতে গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে, আইএসসির অধীনে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স এর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা তিন (০৩) বছর।

গ. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি এনএসডিএ-তে নিবন্ধিত হতে হবে এবং এনএসডিএ স্বীকৃত কোর্স পরিচালনা করতে হবে।

ঘ. প্রতিষ্ঠানটির পর্যাপ্ত অবকাঠামো থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব/ভাড়া স্থাপনা ও জমি, নিজস্ব বিশেষজ্ঞ গবেষক, নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, অকুপেশন ভিত্তিক ওয়ার্কশপ/ ল্যাবসহ পর্যাপ্ত টুল্স, ইকুইপমেন্ট, কাঁচামাল, আসবাবপত্র ও পাঠাগার থাকতে হবে; প্রযোজ্যক্ষেত্রে দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ উপযোগী পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ থাকতে হবে।

ঙ. প্রতিষ্ঠানটিতে সনদায়িত প্রশিক্ষক, ম্যানেজার, দক্ষতা বিষয়ক গবেষক, গবেষণা কর্মী ও সহায়ক জনবল থাকতে হবে।

চ. শিল্প-কারখানার চাহিদা ভিত্তিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সক্ষমতা থাকতে হবে।

ছ. শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মান ও আন্তর্জাতিক শর্ত অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটির দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকরী জোট বা সংঘ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক/চুক্তি থাকতে হবে।

জ. একাধিক দেশীয় শিল্প-কারখানা/ব্যবসায়িক সংগঠনের সাথে এবং এইরূপ ন্যূনতম একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটির সমঝোতা স্মারক/চুক্তি থাকতে হবে।

ঝ. গবেষণা, পরিসংখ্যান ও ডাটা সার্ভিস কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সক্ষমতা থাকতে হবে।

ঞ. প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স এন্ড কাউন্সিলিং/ এমপ্লয়েমেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস/ জব প্লেসমেন্ট সেল থাকতে হবে।

ট. বেসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠানের নামে সাধারণ তহবিলে সর্বনিম্ন দুই (০২) লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিলে সর্বনিম্ন তিন (০৩) লক্ষ টাকা থাকতে হবে। আইএসসি-এর ক্ষেত্রে 'ট' প্রযোজ্য নয়।

ঠ. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ এবং কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদিত প্রতিষ্ঠানকে কর্তৃপক্ষ স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা প্রদান করবে।

১০. 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' মূল্যায়ন/মনিটরিং

১০.১ কমিটির রূপরেখা

কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে। প্রাপ্ত প্রতিবেদন ও পরিদর্শন টিম (সর্বোচ্চ চার (০৪) জন সদস্য যেখানে আবশ্যিকভাবে এক (০১) জন বিশেষজ্ঞ থাকবেন) এর সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত মূল্যায়ন কমিটি 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' বাৎসরিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন করবে। 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স মূল্যায়ন কমিটি'-এর রূপরেখা নিম্নরূপঃ

সদস্য (সমন্বয় ও অ্যাসেসমেন্ট), এনএসডিএ	- সভাপতি
চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট আইএসসি/প্রতিনিধি	- সদস্য
সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ	- সদস্য
অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	- সদস্য
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	- সদস্য
কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	- সদস্য
কর্তৃপক্ষের একজন উপপরিচালক/সহকারি পরিচালক	- সদস্য সচিব

* সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানটি যে মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত হবে সেই মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হবেন।

* কমিটির সদস্যগণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

১০.২ কমিটির কার্যপরিধি

ক. কমিটি ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন পরীক্ষাপূর্বক 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' এর বিজনেস প্ল্যান ও বার্ষিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।

খ. সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক নির্ধারিত ফরম্যাট এ প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাচাই করবে।

গ. মূল্যায়নের সময় প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান প্রোফাইল এবং বিজনেস প্ল্যানের অগ্রগতি বিবেচনাপূর্বক কমিটি মতামত ও সুপারিশ প্রদান করবে।

ঘ. কমিটি প্রয়োজনে যৌক্তিকতা প্রর্দশনপূর্বক নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

ঙ. কর্তৃপক্ষ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংরক্ষণ করবে।

১০.৩ কমিটির কর্মপন্থা

ক. সভাপতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ তিন (০৩) জন সদস্য নিয়ে একটি পরিদর্শন টিম গঠন করবেন।

খ. পরিদর্শন টিমে আইএসসি/বিষয় সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত হবেন।

গ. পরিদর্শন টিম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স মূল্যায়ন/মনিটরিং কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

ঘ. কমিটি কার্যপরিধি অনুসারে সকল ডকুমেন্ট যাচাই পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।

১০.৪ স্বীকৃতি নবায়ন, স্থগিত বা বাতিল

ক. কোন 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' তার বিজনেস প্ল্যান ও বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ বা মান বজায় রাখতে না পারলে, কর্তৃপক্ষ কারণ প্রদর্শনপূর্বক 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে ঘোষণার স্বীকৃতি স্থগিত রাখবে ও আর্থিক সহায়তা পুনর্বিবেচনা করবে।

খ. কোন 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' তার অসাধারণ উত্তম চর্চা প্রদর্শন বজায় রাখতে এবং উন্নয়ন করতে পারলে, মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করতে পারবে।

গ. মেয়াদপূর্তীর পূর্বেই 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে ঘোষিত প্রতিষ্ঠান মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে, আবেদনের সাথে পরবর্তী পাঁচ (০৫) বছরের বিজনেস প্ল্যান কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ঘ. কোন 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' এর স্বীকৃতি একবার বাতিল ঘোষিত হলে, পরবর্তী দুই (০২) বছরে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসাবে স্বীকৃতির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারবে না।

১১. আবেদনপত্র দাখিল

'পরিশিষ্ট ক' ও 'খ' অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণকৃত আবেদনপত্র ও অফেরতযোগ্য পঁচিশ হাজার (২৫,০০০) টাকা আবেদন ফিসহ নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বরাবর ডাকযোগে, অনলাইন বা সরাসরি দাখিল করতে হবে।

১২. অর্থায়ন

'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেনন্স' হিসেবে ঘোষণার পর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা করতে পারবে। তবে, শর্ত থাকে যে:

ক. ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বা মেরামতের জন্য কোনরূপ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে না।

খ. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স দ্রুত বর্ধনশীল ও পরিবর্তনশীল শিল্পখাতগুলোর জন্য যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে পারবে।

গ. কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো উৎস থেকে অনুদান, দান, বরাদ্দ প্রভৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স যথাযথভাবে অবহিত করবে।

১৩. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

ক. কর্তৃপক্ষ কোনো প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ (০৫) বছর মেয়াদে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে ।

খ. কর্তৃপক্ষ স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স সংক্রান্ত নীতিমালা, ম্যানুয়াল, পদ্ধতি, শর্তাবলি প্রভৃতি নির্ধারণ করবে এবং সময় সময়ে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি/মনিটরিং/মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

গ. কর্তৃপক্ষ কোনো প্রতিষ্ঠানকে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স' নির্ধারণ, নবায়ন, প্রত্যাখ্যান ও বাতিলের সুপারিশ করতে পারবে।

ঘ. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স'-এর স্বীকৃতি বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

ঙ. কর্তৃপক্ষ সময় সময়ে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স পরিদর্শন করবে।

চ. এ গাইডলাইনের কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের এখতিয়ার কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

ছ. এ গাইডলাইনের যে কোনো ধরনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংযোজন অথবা শর্ত শিথিল বা আরোপ করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের নিকট সংরক্ষিত থাকবে।

১৪. আপিল

ঘোষণা সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোনো প্রতিষ্ঠান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আপিল করতে পারবে এবং কর্তৃপক্ষ আপিল নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫. অঙ্গীকারনামা প্রদান

প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তিনশত (৩০০) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স গাইডলাইনে উল্লিখিত শর্তাবলি পূরণ হয়েছে এবং সরকার কর্তৃক জারিকৃত বিধানাবলি পালন করা হবে মর্মে 'পরিশিষ্ট খ এর ২' এ বর্ণিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে।

পরিশিষ্ট 'ক'

আবেদন ফরম		
১.	প্রতিষ্ঠানের নাম:	
২.	ঠিকানা: (ই-মেইল ও ফোন নম্বরসহ)	
৩.	প্রতিষ্ঠানের ধরন: (সরকারি/বেসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত/অন্যান্য)	
৪.	প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ: (প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এনএসডিএতে নিবন্ধন নম্বর এবং তারিখ)	
৫.	প্রতিষ্ঠানটির টিআইএন ও ভ্যাট নম্বর:	
৬.	প্রতিষ্ঠানটির গঠনতন্ত্র:	
৭.	গঠনতন্ত্র মোতাবেক নিয়মিত এজিএম/সভা:	
৮.	বাৎসরিক আয়ের উৎস: (তথ্য সংযুক্ত করতে হবে)	
৯.	প্রতিষ্ঠানটির বিগত ৫ বছরের বাৎসরিক আর্থিক বিবরণ: (আয় ও ব্যয় এবং সাধারণ ও সংরক্ষিত তহবিলের বিবরণসহ)	
১০.	প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব/ভাড়া ভবনের অবকাঠামোর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, যন্ত্রপাতি, যানবাহনসহ অন্যান্য যেগুলো 'স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স'-এর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে: (লে-আউট প্লান ও ছবি সংযুক্ত করতে হবে)	
১১.	প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব জমির পরিমাণ: (নামজারির তথ্য সংযুক্ত করতে হবে, ভাড়া/লিজ এর ক্ষেত্রে চুক্তিনামা)	
১২.	প্রধান টিম (ব্যবস্থাপনা) কমিটির জীবন-বৃত্তান্ত: (সংযোজনী-১)	
১৩.	স্থায়ী/অস্থায়ী/চুক্তিভিত্তিক গবেষক, গবেষণা কর্মী, সনদায়িত প্রশিক্ষক ও সহায়ক জনবলের ছবিসহ জীবন-বৃত্তান্ত: (কর্মরত ব্যক্তিদের যোগদানপত্রসহ)	
১৪.	প্রতিষ্ঠানটিতে চলমান এনএসডিএ অনুমোদিত প্রশিক্ষণসমূহের বিবরণ: (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	

আবেদন ফরম		
১৫.	স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি প্রাপ্তি-এর আবেদনের যৌক্তিকতা:	
১৬.	সরকার/স্থানীয় সরকার/ উন্নয়ন সহযোগী/ব্যক্তির নিকট হতে প্রতিষ্ঠানটি কোন কোন ধরনের অনুদান/দান/বরাদ্দ গ্রহণ করেছে কি না? যদি গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে তার- ● কার্যক্রম ও অর্থের পরিমাণ ● বিবরণ: (কী কী কাজ করেছে?) ● কাজের অগ্রগতি:	
১৭.	বিগত সময়ে কোনো পুরস্কার/প্রশংসনীয় অর্জনের বিবরণ:	
১৮.	স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে স্বীকৃতির জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদির বিবরণ: (ক্ষেত্র বিশেষেপ্রযোজ্য নয় লেখা যেতে পারে)	

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ (প্রমাণকসহ)
১৮.১	● শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে শিল্প সংযোগ/ প্রশিক্ষণ/গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে সমঝোতা স্মারক/চুক্তি: ● শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যৌথ-উদ্যোগ সৃষ্টির সংখ্যা ● স্থানীয় কোম্পানী/ব্যবসার সাথে তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ:	
১৮.২	● এনএসডিএ সনদায়িত প্রশিক্ষণার্থীদের বিবরণ:	
১৮.৩	● গবেষণা প্রকল্প/পরামর্শক সেবা পরিচালনার সংখ্যা:	
১৮.৪	● সাংগঠনিক কাঠামো (প্রত্যেক অংশীজনের সুনির্দিষ্ট কাজ উল্লেখপূর্বক): ● একাডেমিক/প্রশিক্ষক কর্মীর সংখ্যা (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক):	
১৮.৫	● অবকাঠামো এবং নতুন প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদির বিবরণ (যেগুলো স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হবে):	

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ (প্রমাণকসহ)
১৮.৬	• আয়োজিত উল্লেখযোগ্য ওয়ার্কশপ/ কনফারেন্স এর সংখ্যা (বিগত ৫ বছরের): • কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি (বিভিন্ন টার্গেট গ্রুপের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে):	
১৮.৭	• প্রশিক্ষণার্থী সাপোর্ট/কাউন্সেলিং সেবা/জব প্লেসমেন্ট কাউন্সেলিং আছে কী না (বিবরণসহ):	
১৮.৮	• বিগত দুই বছরে পরিচালিত ট্রেইনিং অব ট্রেইনার (টিওটি) এর সংখ্যা ও বিস্তারিত বিবরণ:	
১৮.৯	• ইনকিউবেশন কেন্দ্র: • বিগত দুই বছরের ইনকিউবেশন প্রজেক্টের বিবরণ: • নিকটস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নেটওয়ার্কিং/ মেন্টরিং সাপোর্ট প্রদানের বিস্তারিত বিবরণ:	
১৮.১০	• আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি হস্তান্তর/ স্থানীয়করণ/অভিযোজন:	
১৮.১১	• অন্যান্য	

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের সীল

পরিশিষ্ট ‘খ’

১. **আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্রাদির চেকলিস্ট**

I. আবেদনপত্র ‘পরিশিষ্ট ক’ অনুযায়ী।

II. প্রতিষ্ঠানটির গঠনতন্ত্র এবং গঠনতন্ত্র মোতাবেক সভা ও এজিএম।

III. প্রতিষ্ঠানটির আগামী তিন (০৩) বৎসরের দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিজনেস প্ল্যান বা কর্মপরিকল্পনা (সংযোজনী-২)।

IV. রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, সমঝোতা স্মারক/চুক্তি ও বিধি অনুযায়ী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দালিলিক প্রমাণের সত্যায়িত কপি।

V. বিগত ৩ বছরের একাউন্টসের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সত্যায়িত কপি।

VI. বিগত সময়ের দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

VII. প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা, সার্ভে, স্টাডি ইত্যাদি প্রকাশনার তালিকা (বিবরণসহ)।

VIII. প্রস্তাবিত উত্তম চর্চার ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন কার্যাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি/ডকুমেন্টস।

২. **অঙ্গীকারনামা** (আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে)

আমি, ……..….-এর পক্ষে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

I. আমার/আমাদের প্রতিষ্ঠানটি ‘স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স’’ হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যে আবেদনপত্রে ও সংযুক্ত কাগজাদিতে প্রদত্ত তথ্যাদি সত্য।

II. স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্বীকৃতি গাইডলাইনের সকল শর্তাদি মেনে চলবো।

III. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত সকল ষান্মাসিক/বার্ষিক/বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে বাধ্য থাকবো।

IV. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তৃত্বাবলে ও প্রয়োজন অনুযায়ী স্কিলস সেন্টার অব এক্সিলেন্সের যে কোনো কার্যাবলী বা অগ্রগতি পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করতে পারবে।

V. আবেদনপত্রে উপস্থাপিত তথ্যাদি ও সংযুক্ত কাগজাদি অসত্য প্রমাণিত হলে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, আমার/আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।

VI. দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের কাগজাদি পৃথকভাবে সংরক্ষণ করবো।

প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, স্বাক্ষর ও প্রতিষ্ঠানের সীল

সংযোজনী-১

প্রধান টিম (ব্যবস্থাপনা) কমিটি ও জনবলের ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত

১. ব্যক্তির নাম :.....

২. পদবি : .....

৩. জন্ম তারিখ :.....

৪. জাতীয়তা :.....

৫. প্রফেশনাল সোসাইটিতে সদস্যপদ :.....

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা :.....

৭. অন্যান্য প্রশিক্ষণ :.....

৮. ভাষাগত দক্ষতা :.....

৯. দেশে ও বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতা :.....

১০. চাকরীর রেকর্ড:

ক. প্রতিষ্ঠানের নাম.....সময়কাল.....থেকে.....পর্যন্ত

খ. প্রতিষ্ঠানের নাম:.....সময়কাল:.....থেকে.....পর্যন্ত

.....

১১. কম্পিউটার দক্ষতা :.....

১২. দক্ষতা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা:.....

স্বাক্ষর:.....

নাম:.....

তারিখ:.....

সংযোজনী-২

বিজনেস প্ল্যান/কর্ম পরিকল্পনা

বছরঃ .....

ক্রমিক নং	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কাজের ক্ষেত্র	কার্যকরী কর্ম পদ্ধতি	কর্মকৃতি নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রত্যাশিত ফলাফল
১.	দক্ষ জনবল প্রস্তুতকরণ	১.১ ১.২ ১.৩ ...				
২.	গবেষণা ও উদ্ভাবন	২.১ ২.২ ২.৩ ...				
৩.	শিল্প সংযোগ ও জব-প্লেসমেন্ট	৩.১ ৩.২ ৩.৩ ...				

==========

নির্বাহী চেয়ারম্যান
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd